**ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

ঢাকা, রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩, ৩১ ভাদ্র ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী,

স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপি,

উপস্থিত পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

ঊর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাদের আজকের এ সভায় সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কিছুক্ষণ আগে ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং ভবনের উদ্বোধন করা হল। আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সুষম উন্নয়নের যে পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে এনকম ভবন নির্মান তারই উদাহরণ। এ ভবনের নির্মাণ এবং এর উদ্বোধন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সকল প্রকল্পের কাজ এখনও অব্যাহত আছে তা যথাসময়ে শেষ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে সরকারের সাড়ে চার বছর পার করলাম।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গোটা বিশ্ব যখন কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করছে তখনও আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকা ভালভাবেই সচল রাখতে পেরেছি। আমাদের গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। আমাদের রপ্তানী বেড়েছে, রিজার্ভ বেড়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাড়িয়েছে ১,০৪৪ ডলার। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। উন্নত বিশ্বে পুলিশকে ‘Visible face of the state' বা ‘‘সরকারের দৃশ্যমান অবয়ব'' হিসেবে অভিহিত করা হয়। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আমি আশা করি, আপনারা যারা পুলিশের নেতৃত্বে রয়েছেন তারা নিজেদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নিবিড় জনসংযোগ ও জনসচেতনতা বাড়িয়ে অপ্রীতিকর ও নাশকতামূলক ঘটনা রোধ করবেন। আপনাদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা, অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করবেন।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

বিশ্বায়নের যুগে অপরাধের প্রকার ও প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বাড়ছে এর মাত্রা ও বহুমুখী প্রভাব। আমাদের সীমিত সম্পদ ও জনবলের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জঙ্গীবাদ, সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার ও এর অপব্যবহার, চোরাচালান, নারী-শিশু পাচারের মত নতুন নতুন অপরাধ দমনে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা পুলিশের অবকাঠামো ও আইনগত সেবার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি, পুলিশের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ একটি বিনিয়োগ। পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। ৭৩৩টি ক্যাডার পদসহ ৩২,০০০ পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুলিশের অফিস ও আবাসন সংকট নিরসন, থানা ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, র‌্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ, তদন্ত কেন্দ্র, নতুন ফাঁড়ি নির্মাণ, হাইওয়ে আউটপোস্ট নির্মাণ, পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে সিআইডি'র অফিস ভবন নির্মাণ, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের সংস্কার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপনসহ পুলিশের বিভিন্ন জেলা ও ইউনিটের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে অধিকাংশ প্রকল্পই বাস্তবায়িত হয়েছে। আমি আশা করি, অবশিষ্ট কাজ আমাদের সরকারের মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি বাস্তবায়নে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করেছি, যা পূর্বে কখনোই করা হয়নি। আমি আশা করি, শীঘ্রই আইনগত জটিলতা নিরসন হওয়ার পর আপনারা সেখানে একটি সুন্দর আবাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। আপনাদের বেতন-ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও আমরা নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

আমরাই প্রথম বাংলাদেশ পুলিশকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১১ প্রদান করেছি। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এ স্বীকৃতি পুলিশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেশপ্রেম এবং সেবার মহান ব্রত পালনে আরো গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমরা জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করে আইজিপি পদকে সিনিয়র সচিব পদ মর্যাদায় উন্নীত করেছি। পুলিশ বিভাগের একাধিক গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করেছি।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আজ দেশের মানুষ নির্বিঘ্নে ও আনন্দমুখর পরিবেশে ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবসহ সব ধরনের আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছে। শান্তির এ পরিবেশ আমাদের ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি আমার আহ্বান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান ও গণতন্ত্র সুরক্ষার কার্যক্রমে ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। পুলিশের সামর্থ্য ও পেশাদারিত্বের উপর আমার আস্থা রয়েছে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ বিষয়ে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট। জাতিসংঘ মহা-সচিবসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস ও জঙ্গীদমনে আমাদের গৃহীত কার্যক্রমের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। বিগত দিনগুলোতে ধর্মান্ধ জামায়াত-শিবির ও হেফাজতের হিংস্র, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও ধ্বংসযজ্ঞ রোধে পুলিশ সদস্যগণ যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হিসেবে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমার প্রত্যাশা আপনারা নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

জনগণ চায় জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী। জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও জোরদার  করতে হবে। জনগণকে দৃশ্যমান ও প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানে আপনাদেরকে আরও বেশী আন্তরিক হতে হবে। জনগণের সেবক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষণ, জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতামু্ক্ত সুন্দর একটি দেশ গড়ে তোলা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আসুন আমরা সকলে একসাথে কাজ করি। প্রিয় মাতৃভূমিকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য আবাসস্থলে পরিণত করি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি। ত্যাগ ও সেবার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বদাই দেশ ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকবে - এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।